তারিখ 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সমকাল

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ, প্রক্টরসহ ১১ প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগপত্র

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গতকাল বুধবার গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান। এদিকে তাকে অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নিয়োগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মিথ্যাচার করেছেন বলে প্রতিবাদ জানিয়ে গত সোমবার প্রক্টর ও ১১টি হলের প্রাধ্যক্ষ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বরাবর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য পদে অধ্যাপক সিদ্দিকের স্বাভাবিক মেয়াদ ২৪ আগস্ট শেষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আখতারুজ্জামানকে অস্থায়ীভাবে ওই পদে নিয়োগ দেন। উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিনজনের প্যানেল নির্বাচন করতে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সিনেট সভার বৈধতা নিয়ে আদালতে রিট থাকায় এবং রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্য কাজ চালাবেন মর্মে আদালতের আদেশ থাকায় এই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ওঠে। সিনেটের ৩১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এই নিয়োগে আইন লঙ্ঘিত হয়েছে বলে বিবৃতি দেন এবং শিক্ষামন্ত্রী আইন লঙ্ঘন হয়নি বলে মন্তব্য করেন।

প্যানেল নির্বাচনের জন্য অপূর্ণাঙ্গ সিনেটের বিশেষ সভা ডাকা নিয়ে সরকার সমর্থক নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যেই বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিদায়ী ও নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, তাদের সমর্থকরা, রিট আবেদনকারী, প্রতিবাদকারী ৩১ শিক্ষক, পদত্যাগে ইচ্ছুক ১২ শিক্ষক সবাই নীল দলের।

দায়িত্ব গ্রহণ : দায়িত্বরত উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের অনুপস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি চলাকালে গতকাল বুধবার সকালে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নবনিযুক্ত অস্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী বিদায়ী ও নতুন নিয়োগ পাওয়া উভয় উপাচার্যের উপস্থিতিতে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, তিনি নবনিযুক্ত উপাচার্যকে বলেছিলেন দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব হস্তান্তর ঈদের ছুটির পর ১০ সেপ্টেম্বর রোববার বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন খুলবে সেদিন করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দিনে দায়িত্ব হস্তান্তর করা যায় না।

পক্ষান্তরে অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, বিদায়ী উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও সময় সমন্বয় না হওয়ায় তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে অবিলম্বে আদেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রের নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। বিদায়ী উপাচার্যের অনুপস্থিতি বড় বিষয় নয়। দায়িত্ব গ্রহণ অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। এরকম আগেও হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটি সম্পূর্ণ সাময়িক দায়িত্ব। যে-কোনো সময় আমার অন্য চেয়ারে যেতে হতে পারে। আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

উপস্থিত না থাকলেও দায়িত্ব গ্রহণের পর টেলিফোনে নবনিযুক্ত উপাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে জানান অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক।

দায়িত্ব গ্রহণের সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রমুখ। দায়িত্ব গ্রহণের পর অধ্যাপক আখতারুজ্জামানকে তার কয়েকজন সহকর্মী ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পদত্যাগপত্র : সোমবার পদত্যাগকারীদের নাম জানা সম্ভব হয়নি। একাধিক প্রাধ্যক্ষের কাছে জানতে চাইলে তারা পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও কেউই নাম প্রকাশের অনুমতি দেননি।

জানতে চাইলে পদত্যাগপত্রের সত্যতা নিশ্চিত করে অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, হলের প্রাধ্যক্ষরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তার কাছে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে '৭৩-এর আদেশ লঙ্ঘন করে এবং শিক্ষামন্ত্রীর যে ধরনের কৌশল ও দ্বৈতাচার তার প্রতিবাদ জানাতেই তারা আর নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে চান না।

তবে এ পদত্যাগপত্র বিদায়ী উপাচার্য গ্রহণ করেননি বলে জানান। তিনি বলেন, 'আমি তাদের বলেছি, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্বার্থ ও হল প্রশাসনের স্বার্থে আপনাদের দায়িত্ব পালন প্রয়োজন আছে।'

একটি সূত্রে জানা যায়, প্রক্টরসহ প্রাধ্যক্ষদের স্বাক্ষর সংবলিত পদত্যাগপত্রে বলা হয়, 'আমরা নিম্নস্বাক্ষরধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষবৃন্দ ও প্রক্টর গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর লঙ্ঘন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রীর মিথ্যাচার ও দ্বৈতাচারের প্রতিবাদে হলের ও প্রক্টরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।' প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি পদত্যাগপত্রে নিজে স্বাক্ষর করেছেন নিশ্চিত করে প্রাধ্যক্ষদের কারও নাম বলতে চাননি। তিনি জানান, সবাইকেই বলা হয়েছিল, ১১ জন স্বাক্ষর করেছেন পদত্যাগপত্রের এক পাতায়।